যুগান্তর

তারিখ ... 2 ... 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

অধিকাংশ কলেজে একাদশ শ্রেণীতে শুরু হয়নি ক্লাস

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষাপঞ্জিকে অক্ষয় (!) করে রাখতে সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন পাঠ্যবই না দিয়ে এবং ভর্তি শেষ না করেই বুধবার একাদশ শ্রেণীর ক্লাস-শুরুর নির্দেশনা দিয়েছিল। কিন্তু সরকারি এ আহ্বানে তেমন একটা সাড়া মেলেনি।

বুধবার রাজধানীসহ সারা দেশে বিভিন্ন কলেজে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর ভর্তির কাজই শেষ হয়নি। এ অবস্থায় খুব

হয়নি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

হয়নি : একাদশে ক্লাস শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমসংখ্যক কলেজেই এদিন ক্লাস হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান ক্লাস শুরু করে দেয়ার কথা জানাচ্ছে, তারা নামেমাত্র দু-একটি ক্লাস নিয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। আর যাদের ভর্তি কাজ শেষ হয়নি, তারা ব্যস্ত ভর্তি নিয়ে। এ অবস্থায় ক্লাস করার পরিবর্তে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই নিজেদের মধ্যে খোশগল্প আর ভর্তি হতে না পারা শিক্ষার্থীরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে কলেজ জীবনের প্রথম দিনটি পার করেছেন।

রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, তারা এ মুহূর্তে ক্লাস শুরুর চেয়েও ভর্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে বেশি ভাবছেন। অনলাইনে ভর্তির নামে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা রীতিমতো বিভীষিকাময়। ফল প্রকাশের পর ভর্তির তৃতীয় দিনেও নানা সমস্যা বেরিয়ে আসছে। মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুরের শহীদ আবুল তালেব কলেজ, মিরপুরের হারুন মোল্লা কলেজসহ অনেক কলেজ এখনও ভর্তি কাজই শুরু করতে পারেনি। অনেক কলেজ এখনও সিট সংখ্যা অনুযায়ী সব শিক্ষার্থী বরাদ্দই পায়নি। নিয়মিত ভর্তির সময় আজ শেষ হচ্ছে। এ জন্য চান্স পাওয়া অনেকে ভর্তির কাজ শেষ করেনি। তাই ক্লাসের চেয়ে ভর্তি কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ বেশি দেখা যায় বিভিন্ন কলেজে। আবার জুলাই মাসের ১ তারিখ হওয়ায় ব্যাংক বন্ধ। ব্যাংকে টাকা জমা দিতে না পেরে অনেক কলেজের শিক্ষার্থীদের ভর্তিই থেমে গেছে। এ অবস্থার মধ্যে আবার অনেক কলেজের বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত রেটের বেশি ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া এ স্তরের নতুন পাঠ্যবই বিশেষ করে ইংরেজি এবং বাংলা বই বাজারজাত করার কাজ বুধবার দুপুরে উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী। এসব বই বাজারে পেতে আরও ৩-৪ দিন দেরি হবে। এ অবস্থায় ভর্তির ফলের পর ক্লাস শুরুর লক্ষ্যমাত্রাও ব্যর্থ হয়েছে।

শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস। এখনও ভর্তি হতে পারেননি অনেক শিক্ষার্থী। বুধবার ঢাকা কলেজের ছবি — যুগান্তর

জোর করে ক্লাস শুরুর বিষয়টিও পড়েছে সমালোচনার মুখে। সব মিলিয়ে এটি নিয়েও হযবরল তৈরি হয়েছে।

নামপ্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বোর্ডের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাবর্ষের প্রথমদিন ক্লাস শুরুর বিষয়টি অবশ্য মনিটরও করা হয়নি। যে কারণে এ ব্যাপারে এ দফতর দুটি থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। তবে নামপ্রকাশ না করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, 'ভর্তি নিয়ে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে ক্লাস শুরু হবে না বলেই আমরা ধরে নিয়েছি। তাই বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে আর যাইনি।'

বুধবার রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল কলেজ, ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজসহ বিভিন্ন কলেজ ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা ভর্তি কার্যক্রমে ব্যস্ত, আর শিক্ষকরা ব্যস্ত তাদের সহায়তায়। প্রথম দু'দিন কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও তাদের বেশিরভাগই আসেনি। আর যে ক'জন এসেছে তারা কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বসেছে। তবে সাংবাদিক পরিচয়ে ক্লাসের বিষয়ে জানতে চাইলে অবশ্য অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা ক্লাস হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সকাল ১০টার দিকে মনিপুর স্কুল ও কলেজে গিয়ে দেখা যায়, কিছু শিক্ষার্থী নতুন পোশাকে কলেজ ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের বদনে হাসির ঝিলিক। জানতে চাইলে তারা নিজেদের ভর্তি কাজ শেষে ক্লাস করতে আসার কথা জানায়। তবে তাদের অদূরেই কলেজ অফিসে আরেকদল শিক্ষার্থী ভর্তি জটিলতা মাথায় করে উদ্বেগ নিয়ে এখানে-ওখানে যাচ্ছেন। এ সময় নামপ্রকাশ না করে একজন ছাত্রী জানায়, সরকার ১০ হাজার টাকা নেয়ার নিয়মকরলেও এ প্রতিষ্ঠান ১৬ হাজার টাকার বেশি নিচ্ছে। জানতে চাইলে একাদশ শ্রেণীর নতুন ক্লাস শুরুর বিষয়ে এ কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, 'বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৩০০ করে মোট ৬০০টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম মেধা তালিকায় ২৫০ জনকে মনোনীত করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ১০০ জন। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ উপস্থিতিতে দুটি ক্লাস শেষে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত বছর প্রথম ক্লাসের দিন কাণায় কাণায় পূর্ণ ছিল। এবার তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

ভর্তি কার্যক্রম শেষ না করায় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজও বুধবার ক্লাস শুরু করতে পারেনি। ঈদের ছুটির পরই ক্লাস শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন। তিনি বলেন, সরকারের এ ধরনের নির্দেশনা থাকলেও ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় ক্লাস শুরু করা যায়নি। কেননা কলেজ জীবনের প্রথম দিনের ক্লাস থেকে কোনো শিক্ষার্থীকেই বঞ্চিত করতে চাই না। আজ নিয়মিত ভর্তির কাজ শেষ হবে। ৬ জুলাই প্রকাশ করা হবে দ্বিতীয় মেধা তালিকা। এরপর দ্বিতীয় ধাপের ভর্তির কাজ শেষ হবে। এরপর আরও দু'ধাপে শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা রয়েছে। অথচ এর আগেই ক্লাস শুরুর ঘোষণা দিয়েছে সরকার।

অতিরিক্ত অর্থ আদায় : এদিকে বিভিন্ন কলেজের বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নীতিমালার দ্বিগুণ-তিনগুণ ভর্তি ফি আদায় করা হচ্ছে। অথচ এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বোর্ড ও সরকারের। ইতিমধ্যে ঢাকা বিজ্ঞান কলেজের বিরুদ্ধে ভর্তিতে ৫২০০০ টাকা, উত্তরার মাইলস্টোন কলেজের ইংরেজি ভার্সনে ৩১০০০ ও বাংলা ভার্সনে ২৩০০০, সিটি কলেজে ২২ হাজার ২৯০, মিরপুরের এসওএস হারম্যান মেইনর কলেজে ১৮৩৫০, উত্তরার ট্রাস্ট কলেজ ১৬ হাজার ১০০ টাকা, তেজগাঁও কলেজে বিজ্ঞানে ১৪,১০০, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১২৫০০, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে আবাসিক ১২১৯২, ঢাকা কমার্স কলেজ ১৩৯০০ টাকা [illegible] নিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা [illegible] এমন হারে ফি নিতে পারে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায়, মফস্বল ও পৌর (উপজেলা) এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন চার্জসহ সর্বসাকুল্যে ১ হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২ হাজার টাকা এবং ঢাকা ছাড়া অন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩ হাজার টাকার বেশি ফি নেয়া যাবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তিতে ৫ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিওবহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়ার জন্য ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি বাবদ বাংলা মাধ্যমে ৯ হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নিতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান ৩ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক বলেন, ভর্তিসহ অন্যান্য কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে নজর দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিষয়টির প্রতি আমরা নজর রাখছি। যারা ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে, তাদের বিরুদ্ধে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সারা দেশ : রাজধানীর মতো সারা দেশে অধিকাংশ কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বুধবার ক্লাস শুরু হয়নি। নানা জটিলতায় শেষ হয়নি ভর্তি কার্যক্রম। অভিযোগ উঠেছে ভর্তি বাণিজ্যের। যুগান্তর ব্যুরো অফিসগুলোর পাঠানো খবর—

চট্টগ্রাম : বুধবার নগরীর বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের উপচেপড়া ভিড় দেখা যায়। সোমবার সকাল ১০টা থেকে চট্টগ্রামের কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। আগের দিন যারা ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছে তারা বুধবার ভর্তি হতে পারলেও যারা টাকা বা ভর্তি ফি জমা দিতে পারেনি তারা ভর্তিও হতে পারেনি। ব্যাংক হলিডের কারণে কোনো ব্যাংকে বুধবার লেনদেন হয়নি। আর ভোগান্তিতে এর মাশুল গুনতে হয়েছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুদের।

বরিশাল : প্রকাশিত একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ফলাফলে বিড়ম্বনায় পড়েছে বরিশালের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। ভর্তি হতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই দেখতে পায় যে কলেজে আবেদন করেনি কিংবা ৫ নম্বরের পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া ভর্তি নিয়ে বাণিজ্যেরও অভিযোগ উঠেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। সুমন নামের এক শিক্ষার্থী ৪.৭০ পাওয়ার পরও অমৃত লাল দে কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। অথচ ৩.৮৩ পেয়েও ওই কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজে মেধাক্রম না মেনে যে আগে আসবে সে অনুযায়ী ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফরমে নির্ধরিত ফির চেয়ে পাঁচগুণ অতিরিক্ত টাকা রাখা হচ্ছে। নিয়ম অনুসারে ভর্তি ফি ৩ হাজার টাকার অধিক আদায় করা যাবে না বলে নির্দেশনা থাকলেও অনেক কলেজে ৫ হাজার টাকার বেশি ধার্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ জিয়াউল হক বলেন, অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিলেট : সিলেটে নতুন পদ্ধতিতে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি শেষ না করেই ক্লাস শুরু করেছে কলেজগুলো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অনেকটা বাধ্য হয়েই তড়িঘড়ি করে ক্লাস শুরু করতে হয়েছে তাদের। ফলে বুধবার প্রথমদিনের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। তালিকা প্রকাশ ও ভর্তির জন্য খুব কম সময় দেয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বগুড়া : বগুড়ায় ইন্টারনেট জটিলতাসহ নানা কারণে অধিকাংশ কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম একদিন বিলম্বে শুরু হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বুধবার থেকে ক্লাস শুরুর কথা থাকলেও অধিকাংশ সরকারি কলেজ ও কিছু বেসরকারি কলেজে তা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকরা বলেছেন, অনার্স তৃতীয় বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা থাকায় আজ থেকে যথারীতি ক্লাস শুরু হবে। এছাড়া দুটি কলেজের নাম প্রায় এক হওয়ায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অনলাইন আবেদনকারী ২৫০ শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছেন। সরকারি আজিজুল হক কলেজ তাদের পছন্দের হলেও ভর্তি তালিকায় নাম এসেছে কাহালু উপজেলার আজিজুল হক মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজে। এতে ওইসব ছাত্রছাত্রীর মাঝে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ১৫০ আসনের ওই কলেজে ৩৭৮ জনের তালিকা আসায় ভর্তি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষও বেকায়দায় পড়েছেন।

ফরিদপুর : ফরিদপুরে বিভিন্ন কলেজে একাদশ শ্রেণীর ভর্তিচ্ছুকরা নানা বিড়ম্বনার পর ভর্তি হতে পারলেও বুধবার নির্ধারিত দিনে ক্লাস শুরু করতে পারেনি। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের কলেজে অনার্স পরীক্ষার কেন্দ্র থাকার কারণে বুধবার একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি। সরকারি ইয়াসিন কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. ফজলুল হক বলেন, অনিবার্য কারণে বুধবার একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি। সামনে আরও দুদিন অনার্স পরীক্ষা হবে তারপর রমজানে কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। ২২ জুলাই থেকে একাদশের ক্লাস সম্পূর্ণরূপে শুরু [illegible]